

# মাহাম শাহি

14-March-2024

সাণ্ঠাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

أَلْحَسَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط  
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

## نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সূন্নাহ ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাহের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়য নেই, তবে ইতিকাহের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষ্ঠানিকভাবে জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাহের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

## দরুদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও সেটার হিসাব নিকাশ থেকে খুব

দ্রুত সেই ব্যক্তিকেই মুক্তি পাবে যে দুনিয়াতে (থাকা অবস্থায়) আমার উপর অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করেছে। (ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৮২১০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: **أَفْضَلُ الْعَمَلِ النَّبِيُّ الصَّادِقُ** অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১২৮৪)

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শোনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ❦ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ❦ আদব সহকারে বসবো ❦ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ❦ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ❦ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## রোযাদারদের মহল্লা

হযরত মালিক বিন দীনার **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** অনেক বড় আল্লাহর ওলী ছিলেন, অন্যান্য আউলিয়ায়ে কেরামদের **رَضِيَهُمُ اللهُ السَّلَام** নয়্য তিনি নফস কুশী (অর্থাৎ নফসের উচ্চ আকাজ্জা থেকে বেঁচে) থাকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** তাঁর কিতাব ফয়যানে রমযানে লিখেন: হযরত মালিক বিন দীনার **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** (নফসের

উচ্চ আকাজ্ঞা থেকে হেফায়তের) জন্য ৪০ বছরযাবত কখনো খেজুর খাননি। ৪০ বছর পর তাঁর খুবই খেজুর খেতে মন চাইলো তখন তিনি নফস কুশী (অর্থাৎ সেই আকাজ্ঞা নিস্তেজ) করার জন্য লাগাতার এক সাপ্তাহ রোযা রাখলেন, এরপর খেজুর ক্রয় করে দিনের বেলায় বসরা শরীফের একটি মহল্লার মসজিদে প্রবেশ করলেন, যখনই খাওয়ার জন্য খেজুর বের করলেন একটি শিশু চিৎকার দিয়ে উঠলো: আব্বু! মসজিদে অমুসলিম এসেছে। শিশুর বাবা এটা শুনে হাতে লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসলেন কিন্তু যখন হযরত মালিক বিন দীনার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কে দেখলেন তখন চিনে ফেললেন আর ক্ষমা চেয়ে বললেন: হুজুর! আসলে কথা হলো আমাদের এলাকায় সমস্ত মুসলমানরা রোযা রাখে, অমুসলিম ব্যতীত দিনের বেলায় এখানে কেউ আহার করে না, এজন্য বাচ্চা আপনাকে অমুসলিম বলে সন্দেহ করেছে। দয়া করে! আপনি তার অপরাধ মাফ করে দিন!

হযরত মালিক বিন দীনার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ উত্তেজিত হয়ে বললেন: বাচ্চাদের ভাষা গাইবী ভাষা হয়ে থাকে। এরপর শপথ করলেন যে, আর কখনো খেজুর খাওয়ার নাম নিবো না। (তযকিরাতুল আউলিয়া, ৩৩ পৃষ্ঠা, সারাংশ)

প্রিয়ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত মালিক বিন দীনার رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর এই চমৎকার ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষার ২টি বিষয় রয়েছে:

## (১) পূর্বেকার মুসলমানদের রোযার প্রতি ভালোবাসা

(১) প্রথম নাম্বারে এটা দেখুন! পূর্বেকার মুসলমানরা রোযার প্রতি কী পরিমাণ ভালোবাসা পোষণ করতেন, রমযান মাস ছাড়া অন্যান্য দিনেও পুরো এলাকায় রমযানের মতো পরিবেশ হতো, এমনকি বাচ্চারা

পর্যন্ত এটা মনে করে নিলো যে, হয়তো দিনের বেলায় খাওয়া (অর্থাৎ নফল রোযা না রাখা) অমুসলিম হওয়ার পরিচয়।

আফসোস! বর্তমানে তো অবস্থা এর বিপরীত, এমন কতো অলস রয়েছে যারা শরয়ী অপারগতা ছাড়া রমযানুল মুবারকের মতো ফরয রোযাও রাখে না, এটা কবিরা গুনাহ, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, অতঃপর দুঃসাহসীকতার বহিঃপ্রকাশ এভাবে ঘটায় যে

- রোযারদের সামনেই আহর করে
- সিগারেটের মাথায় আণ্ডণ লাগিয়ে বসে থাকে
- পান চাবাতে থাকে
- এমনকি অনেকে তো এমন নির্লজ্জ হয়ে থাকে যে, সবার সামনে পানি পান করে এমনকি খাবার খেতেও লজ্জাবোধ করে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাহে রমযানুল মুবারকের অসম্মান করা থেকে হেফাযত করুক।

أَمِينٍ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

## মাহে রমযানের রোযা ফরয

মনে রাখবেন! মাহে রমযানের দুইটি/ চার বা দশটি রোযা নয় বরং পুরো মাসের রোযা রাখা প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর ফরয। কুরআনে করীমে রয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ  
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن  
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিলো, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়।

দেখুন! এই আয়াতে করীমায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে সুতরাং শরয়ী অপরাগতা ব্যতীত রমযানুল মুবারকের একটা রোযাও বর্জন করা কবীরা গুনাহ (রসায়িলে ইবনে নাজীম, আর রিসালাতুহ ছালাছাতু ওয়াছ ছুলাছুনা ফি বয়ানিল কাবায়ির ওয়াস সাগায়ির, ৩৫৩ পৃষ্ঠা) এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কিতাবুল কাবায়িরে রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন রোগ বা অপরাগতা ব্যতীত মাহে রমযানের রোযা ছেড়ে দিলো সে ব্যভিচারী, চাঁদাবাজ ও মদ্যপায়ীর চেয়ে নিকৃষ্ট।

(আল কাবায়ির, আল কাবিরাতুল আশিরাতু ইফতার রমযান বেলা ওযর ওয়ালা রুখসত, ৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## রোযার উপকারিতা ও সাওয়াব

কুরআনে করীম ও হাদিসে মুবারকার মধ্যে রোযা রাখার অনেক ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন ★ রোযা পালনকারী ও রোযা পালনকারীনির জন্য আল্লাহ পাক ক্ষমা ও অগণিত সাওয়াব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৫) ★ হাদিসে মুবারকায় রয়েছে জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যেটা দিয়ে শুধুমাত্র রোযাদারই প্রবেশ করবে। (বুখারী, কিতাবুস সউম, বাবুর রিয়ান লিস সাগায়িম, ৫০২ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৮৯৬) ★ মাহে রমযানের রোযা পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা। (সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুস সউম, বাবু ফদলু রমযান, ৯৫৭ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৩৪৪৪) ★ রোযা জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য মজবুত কেপ্তা। (শুয়াবুল ইমান, বাবু ফিস সিয়াম, ৩/২৮৯ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৩৫৭১) ★ রোযা কিয়ামতের দিন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। (মুসতাদরাক, কিতাবু ফায়ায়িলুল কুরআন, বাবুস সিয়াম ওয়ালা কুরআন, ২/২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ২০৮০) ★ মাহে রমযানের একটা রোযাও নিরবতা ও প্রশান্তির সাথে পালনকারীর জন্য জান্নাতে সবুজ পদুরাগ ও লাল

ইয়াকুতের ঘর নির্মাণ করা হবে। (মু'জাম্ম আওসাত, ১/৪৭৯ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১৭৬৮)

★ রোযাদারের ঘুম ইবাদত এবং তার নিরবতা তাসবীহ হিসেবে গণ্য করা হয়। (শুয়াবুল ঈমান, বারু ফিস সিয়াম, ৩/৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৩৯৩৮) ★ ইফতারের সময়

রোযাদারের দোয়া প্রত্যাক্ষান করা হয় না। (শুয়াবুল ঈমান, বারু ফিস সিয়াম, ৩/৪০৭ পৃষ্ঠা,

হাদিস: ৩৯০৩) ★ রোযা রাখার দ্বারা সুস্বাস্থ্য লাভ হয়। (মু'জাম্ম আওসাত, ৬/১৪৭ পৃষ্ঠা,

হাদিস: ৮৩১২) ★ যদি রোযাদার اللهُ رَبُّكَ اللهُ اَوْ اَلَا اللهُ رَبُّكَ اللهُ অথবা اللهُ رَبُّكَ اللهُ পড়ে তবে

সেটার সাওয়াব ৭০ হাজার ফেরেশতা সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত লিখতে থাকে। (শুয়াবুল ঈমান, বারু ফিস সিয়াম, ৩/২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৩৫৯১)

سُبْحَانَ اللهِ প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন! রোযা রাখার

কেমন বরকত রয়েছে? মুসলমানদের একটি সংখ্যা রয়েছে যারা রমযানুল

মুবারকের রোযা রাখে না, কেউ মৌসুমের বাহানা দিয়ে থাকে যে, অনেক

গরম, এজন্য রোযা রাখে না, কারো টাকা ইনকামের চিন্তা, কেউ বলে:

হালাল রিযিকও তো ইবাদত, রোযা রাখলে তো কাজ করতে পারবো না,

কাজ না করলে সন্তানদের কোথা থেকে খাওয়াবো? ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ

অন্তরের শান্তনার জন্য হয়তো এই বাহানা কাজে আসছে কিন্তু কিয়ামতের

দিন কি হবে? কিয়ামতের ময়দানে কেমন গরম হবে! সূর্য এক মাইল

উপর থেকে অগ্নিবর্ষণ করবে, তামার (Copper) উত্তপ্ত জমিন থাকবে,

মস্তিস্ক টকবগ করবে, ঘাম প্রবাহিত হতে থাকবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত ঘাম

থাকবে, কারো পিঠ পর্যন্ত ঘাম হবে, কেউ বুক পর্যন্ত নিজের ঘামের

মধ্যেই ডুবে থাকবে আবার কেউ তো নিজের ঘামের মধ্যেই সাঁতার

কাটবে, এই কঠিন গরমের মধ্যে রোযাদারগণ إِنَّ شَاءَ اللهُ الْكَرِيمِ আনন্দের

মধ্যে থাকবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## (২) নফস হত্যার ফযিলত

হে আশিকানে রাসূল! আমরা হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর ঘটনা শ্রবণ করেছি, একটু ভাবুন! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন وَرَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَام আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা নফসকে কিভাবে শাসন করতেন, হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ নফসের চাহিদাগুলো দমন করার জন্য ৪০ বছর পর্যন্ত খেজুর খাননি, অতঃপর ৪০ বছর পর খেজুর খাওয়ারও ইচ্ছা করলেন তো নফসের কাছ থেকে বিনিময় উসুল করতে গিয়ে প্রথমে এক সপ্তাহ নফল রোযা রাখলেন।

سُبْحَانَ اللَّهِ! মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর নফসকে দমন করার কথা কি আর বলবো! তিনি অনেক বছর ধরে কোন মজাদার জিনিস খাননি। সাধারণত দিনে রোযা রেখে শুকনো রুটি দিয়ে ইফতার করতেন। একবার নফসের চাহিদা অনুযায়ী মাংস ক্রয় করলেন এবং রওনা করলেন, পশ্চিমধ্যে সুঘ্রাণ নিলেন আর বললেন: হে নফস! মাংসের সুঘ্রাণ নেয়ার মধ্যেও মজা আছে! ব্যস এরচেয়ে বেশি এতে তোমার অংশ নেই। এটা বলে সেই মাংস এক ফকিরকে দিয়ে দিলেন। এরপর বললেন: হে নফস! আমি কোন শত্রুর কারণে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি না আমি তো শুধুমাত্র এজন্য তোমাকে ধৈর্যধারণে অভ্যস্ত করছি যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অমূল্য রত্ন নসিব হয়ে যায়। (তায়কিরাতুল আউলিয়া, ৩৩ পৃষ্ঠা)

## আত্মশুদ্ধির ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ নফসের সংশোধন, সেটাকে মন্দ আকিদা থেকে বাঁচিয়ে ভালো ও সঠিক ইসলামী আকিদার অনুসারী করা, মন্দ অভ্যাসগুলো দূর করে ভালো স্বভাবের অভ্যস্ত করা,

গুনাহ থেকে বিরত থেকে ইবাদতে লিপ্ত হওয়া, অভ্যন্তরীণ রোগসমূহ যেমন; লৌকিকতা, আত্মগৌরব, হিংসা, অহংকার, দুনিয়ার ভালোবাসা, লোভ ও কৃপণতা ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কুরআনে করীমে রয়েছে:

جَنَّتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى

(পারা: ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত: ৭৬)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** বসবাসের বাগান, যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত সর্বদা সেগুলোর মধ্যে থাকবে, এবং এটা পুরস্কার তারই জন্য, যে পবিত্র হয়েছে।

اللَّهُ! জানা গেল, যে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে নফসকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, উত্তম চরিত্র, উত্তম স্বভাবের অভ্যস্ত বানায় তার জন্য জান্নাতের বাগান রয়েছে, যেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত থাকবে।

## নবীপ্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো আত্মশুদ্ধি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা ও মাওলা, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দুনিয়াতে তাশরিফ এনেছেন, তাঁর আগমনের মৌলিক লক্ষ্যের মধ্য হতে একটি লক্ষ্য হলো আত্মশুদ্ধি, আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে বলেন:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا  
مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْنَا  
وَيُزَكِّيكُمْ

(পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫১)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** যেমন আমি তোমাদের মধ্য প্রেরণ করেছি একজন রাসূল তোমাদের মধ্য থেকে, যিনি তোমাদের উপর আমার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পবিত্র করেন।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শারীরিক, আন্তরিক, রুহানী খেয়াল ইত্যাদির পরিপূর্ণ পবিত্রকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। (তাকসীরে নঈমী, পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটিকা: ১২৯, ১/৭৩৯ পৃষ্ঠা) আয়াতে করীমার এক অর্থ হলো, হে লোকেরা! আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তোমাদের শরীরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেন যিনি তোমাদের পবিত্রতার পদ্ধতি শেখাচ্ছেন আর তোমাদের অন্তরসমূহকে মন্দ স্বভাব ও দোষত্রুটি থেকে এবং চিন্তাভাবনাকে শিরক ও কুফর থেকে পবিত্র করেন।

(তাকসীরে নঈমী, পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটিকা: ১৫১, ২/৬৫ পৃষ্ঠা)

## সফলতার আসল মাপকাঠি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজের লোকেরা আপন আপন দৃষ্টিকোণ থেকে সফলতার বিভিন্ন মাপকাঠি নির্ধারণ করে রেখেছে, কারো দৃষ্টিতে সম্পদশালী হয়ে যাওয়াটাই সফলতা, কারো মতে প্রসিদ্ধি মিলে যাওয়াটা সফলতা, কেউ পদবী ও ক্ষমতা মিলে যাওয়াকে সফলতা মনে করে, মোটকথা; সফলতার মাপকাঠি একেকজন একেকটা নির্ধারণ করেছে আর প্রত্যেকে নিজের সফলতার ভিত্তি অনুযায়ী সাফল্যের পেছনে দৌড়াচ্ছে কিন্তু মূলত সফলতার মাপকাঠি কি? আমাদের খালিক ও মালিক, আমাদের প্রিয় আল্লাহ পাক যিনি দুনিয়া বানিয়েছেন, আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, সেই মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সফলতার মাপকাঠি কি? আসুন! কুরআনী আয়াত শুনুন! আল্লাহ পাক পারা: ৩০, সূরা শামস, আয়াত: ৭ এ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۖ  
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۖ

(পারা: ৩০, সূরা শামস, আয়াত: ৯-১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে, যে তাকে পবিত্র ও করেছে। আর নিরাশ হয়েছে যে তাকে পাপের মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে।

বুঝা গেলো; ★ সফলতার মাপকাঠি সম্মান ও প্রসিদ্ধি নয়  
★ সফলতার মাপকাঠি মাল ও দৌলত, আরাম ও আয়েশ, বড় পদবী নয়  
বরং সফলতার মাপকাঠি হলো আত্মশুদ্ধি...!! সফল হলো সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসের সংশোধন করেছে, নিজের হৃদয়কে মন্দ আকিদা, মন্দ চরিত্র, মন্দ স্বভাব ও অভ্যন্তরীণ ব্যাধিসমূহ থেকে পবিত্র করে নিয়েছে এবং যে ব্যক্তি নফসকে পবিত্র করেনি, সে দুনিয়াবি দিক দিয়ে যতই উচ্চ পদে পৌঁছে যাক না কেনো, সে সফল নয়, সত্যিকারার্থে সে ব্যর্থ।

## বাদশাহ নাকি গোলামদের গোলাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিষয় অনেক সহজ ও বুঝে আসার মতো, যে গোলামীর শিকলে আবদ্ধ থাকে, সে যতই টাকা ইনকাম করুক না কেনো, যতই উচ্চ পদে আসীন হোক না কেনো, যেহেতু সে গোলাম তাই প্রকৃতপক্ষে তাকে সফল বলা যেতে পারে না। সফলতা গুরুই হয়ে থাকে স্বাধীনতা থেকে। এখন চিন্তা করে দেখুন! নফসের গোলামীর চেয়ে নিকৃষ্ট গোলামী আর কি হতে পারে। এক নেককার বুয়ুর্গ ছিলো, কোন বাদশাহ তাঁকে বললেন: বাবাজান! চান! কি চাওয়ার আছে? নেক বুয়ুর্গ খুবই স্বাভাবিকভাবে বললেন: আমি আমার গোলামদের গোলামের কাছ থেকে কিছু চাইনা। বাদশাহ খুবই আশ্চর্য হলো, অবাক হয়ে বললো: আমি আর গোলাম...!! আমি তো বাদশাহ। নেক বুয়ুর্গ বললেন: তুমি লোভ ও

লালসার গোলাম, আর এই দুইটি অভ্যাস আমার গোলাম, সুতরাং তুমি আমার গোলামদের গোলাম।

প্রকৃত ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট গোলামী হলো এটাই যে, লোক নিজের নফসের গোলাম হয়ে যায়, সুতরাং কেউ পুরো দুনিয়া জয় করুক না কেনো, যদি সে নিজের নফসকে পরাজয় না করে, লোভ ও লালসার উপর কর্তৃত্ব করতে না পারে, নিজের মধ্যে হিংসা, অহংকার ও আত্মগৌরবের মতো সাপ বিছুকে যদি না মারে, সে সফল নয়, সত্যিকারার্থে গোলাম।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নফসের গোলামী থেকে মুক্তি নসিব করুক, হায়! আমরা নফস ও শয়তান থেকে বেঁচে শুধুমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতাম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## নফসের সংশোধন কিভাবে করবেন?

হে আশিকানে রাসূল! নফসের সংশোধন অর্থাৎ (নফসে আশ্মারার সংশোধন) করা খুবই জরুরী, নতুবা এই যালিম নফস আমাদেরকে এই দুনিয়ার নশ্বর আনন্দের মধ্যে ফাঁসিয়ে, গুনাহে অভ্যস্ত করে, নাফরমানীর পথে চালিয়ে আমাদেরকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে, এজন্য এখনই সময়, আমরা অন্যের দোষত্রুটি তালাশ করা, অন্যের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে দাগ লাগানোর পরিবর্তে, নিজের উপর মনযোগ দিন ও স্বয়ং নিজেকে সংশোধন করার চিন্তাভাবনায় লেগে যান।

## সর্বোত্তম আমল

হযরত আবু সুলাইমান দারানী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: নফসের বিরোধিতা করা সর্বোত্তম আমল। (কাশফুল মাহযুব, ২০৯ পৃষ্ঠা)

### নফসের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার সর্বোত্তম মৌসুম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের বড় দয়া যে, তিনি আমাদের মতো গুনাহগারকে মাহে রমযানের নিয়ামত দান করেছেন, মাহে রমযান নফসের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার সর্বোত্তম মৌসুম। যদি আমরা সত্যিকারার্থে রমযানুল মুবারকের মূল্যায়ন করি, যেমনিভাবে মাহে রমযান অতিবাহিত করা দরকার, সেভাবে অতিবাহিত করতে সফল হয়ে যাই তবে إِنَّ شَاءَ اللهُ নফসে আশ্মারা (অর্থাৎ মন্দ কার্যাদির প্রতি ধাবিতকারী) মনোবল ভেঙ্গে যাবে আর আল্লাহ পাক চান তো বাতিন (অভ্যন্তর) আলোকিত হয়ে যাবে।

রমযানুল মুবারক কিভাবে অতিবাহিত করবেন? \* উদাসীনতা থেকে বেঁচে থেকে রমযানুল মুবারক অতিবাহিত করুন! \* চেষ্টা করুন যেনো মাহে রমযানের প্রতিটি মুহূর্ত কোন না কোনভাবে ইবাদতের মধ্যে কাটাতে পারেন, কখনো তিলাওয়াত, কখনো যিকির ও দরুদ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাত সহকারে তাকবীরে উলার সাথে আদায়, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবীরের নফলও যেনো না ছুটে, চলতে ফিরতে উঠতে বসতে মুখে যেনো যিকির ও দরুদ থাকে \* দোয়া করার মাস, অধিকহারে দোয়া করুন, নিজের, পরিবার, বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের বরং সমস্ত উম্মতে মুসলিমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন! নফসের মনোবল ভাঙতে, শয়তান থেকে বেঁচে থাকতে, হৃদয় আলোকোজ্জ্বল

করতে, নেকীর মধ্যে মন লাগতে, গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হতে, আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন! \* পুরো মাসের সব রোযা রাখুন! \* খুবই আগ্রহ ও স্পৃহা সাথে তারাবীর নামায সেটাও সম্পূর্ণ ২০ রাকাত আদায় করুন! \* খুবই মন লাগিয়ে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করুন! \* বরং মাহে রমযান কুরআন অবতীর্ণের মুবারক মাস, কুরআনে করীম বুঝার ও চেষ্টা করুন! এটার জন্য তাফসীরে সিরাতুল জিনান পাঠ করুন! নতুন এবং অনেক সহজ উর্দু ভাষায় লিখিত উন্নতমানের তাফসীর, এটাতে সহজ অনুবাদ কানযুল ইরফানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কুরআনে করীমের শাব্দিক অনুবাদ শিখতে, বুঝার জন্য মা'রিফাতুল কুরআন পড়ুন! তাফসীরে সিরাতুল জিনান ও মা'রিফাতুল কুরআনের মোবাইল এপ্লিকেশনও বিদ্যমান রয়েছে, নিজের মোবাইলে এই দুইটি এপ্লিকেশন ইনস্টল করে নিন! এটা দ্বারা উপকৃত হোন এবং কুরআনের নুর দ্বারা বক্ষ আলোকিত করুন! \* মাহে রমযানের একটি বিশেষ ইবাদত ইতিকাহ করুন! ﷻ দয়া আর দয়া হবে।

## সম্মিলিত ইতিকাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হে আশিকানে রাসূল! ইতিকাহ একটি প্রাচীন ইবাদত, পূর্বকার উম্মতের মধ্যেও ইতিকাহের মতো ইবাদত বিদ্যমান ছিলো। ﷻ দাওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায়ও সম্মিলিত ইতিকাহ হয়ে থাকে, আপনাদের প্রতি আবেদন হলো আপনারাও পুরো মাসব্যাপী অথবা কমপক্ষে শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাহের নিয়ত করে নিন! ﷻ মাহে রমযানুল মুবারকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার, নেকী করার, নফল ইবাদতের স্পৃহা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে অনেক ইলমে দ্বীন শেখার সুযোগ মিলবে।

## নফসের সংশোধনের ৩টি পদ্ধতি

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নফসের সংশোধন অর্থাৎ নফসে আম্মারার মনোবল ভাঙ্গার জন্য, সেটাকে সংশোধনের জন্য ৩টি পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। যদি আমরা রমযানুল মুবারকে নফসের সংশোধনের এই ৩টি পদ্ধতি নিজেদের উপর বাস্তবায়ন করি তো اللهُ اللهُ نَفْسِے আম্মারা সংশোধন হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাক চান তো অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাও নসিব হবে।

ইমাম গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের ওলামায়ে কেলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ৩টি বিষয়ের সাহায্যে নফসে আম্মারার মনোবল ভাঙ্গা সম্ভব: (১) কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকা (২) নফসের উপর ইবাদতের বোঝা আরোপ করা (৩) আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য চাওয়া।

(মিনহাজুল আবেদীন, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

### (১) কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকা

নফসের বড় অনিষ্টতা হলো, সে আকাঙ্ক্ষা লালন করে, যদি আমরা নফসের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা বন্ধ করে দিই তবে সেটার মনোবল ভেঙ্গে যাবে।

### নফসের বিরোধিতা কোন কার্যাদির মধ্যে করবেন!

হযুর গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি সফলতা চাও তবে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্যের মধ্যে নফসের বিরোধিতা করো! যদি নফস আল্লাহ পাকের আনুগত্য (অর্থাৎ নেক আমল)

এর ইচ্ছা করে তাহলে এমন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করো আর যদি আল্লাহ পাকের নাফরমানীর ইচ্ছা করে তাহলে সেটা থেকে বিরত থাকো...!!

(আল ফাতহর রাব্বানী, ১৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## (২) নফসের উপর ইবাদতের বোঝা আরোপ করা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নফসের সংশোধনের দ্বিতীয় যেই বিষয়টি অতীব জরুরী, সেটি হলো নফসের উপর ইবাদতের বোঝা আরোপ করা। নফস স্বভাবত উদাসীনতা ও স্বাদ পছন্দ করে থাকে, সে ইবাদতের প্রতি ধাবিত হবে না, অবশ্য আমাদের উচিত যে, নফসের বিরোধিতা করে ইবাদতের মধ্যে মশগুল হয়ে যাওয়া ★ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাত সহকারে আদায় করা ★ সেটার সাথে সাথে বিভিন্ন নফলও আদায় করা ★ তাহাজ্জুদও পড়া ★ ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবীনের নফলও আদায় করা ★ যিকির ও দরুদও পাঠ করা ★ বেশি পরিমাণে তিলাওয়াতও করা ★ মোটকথা: যত বেশি সম্ভব ব্যস ইবাদতের দিকে মন লাগিয়ে রাখা, শুরুতে কিছুটা মুশকিল হবে, এরপর اللهُ آتَىٰ آسَنتَهُ آسَنتَهُ নফস ইবাদতের অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং ইবাদতের স্বাদ পাওয়া শুরু হয়ে যাবে, এরপর স্বয়ং নিজেই ইবাদতের দিকে ধাবিত হতে থাকবে।

## নেক আমল করুন!

নফসের উপর ইবাদতের বোঝা আরোপ করার একটি সর্বোত্তম কৌশল হলো যা বর্তমান মহান ইলমী ও রুহানী ব্যক্তিত্ব শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার

কাদেরী دَامَتْ بِرَبِّكَ اللَّهُمَّ الْعَالِيَةِ দান করেছেন। অর্থাৎ নেক আমল। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২ নেক আমল, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩ নেক আমল, শিক্ষার্থীদের জন্য ৯২ নেক আমল এবং ছোট বাচ্চাদের জন্য ৪০। এই নেক আমল অবলম্বন করুন, এতে অনেক ইবাদত পাবেন, উদাহরণস্বরূপ

★ এতে একটি নেক আমল পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাত সহকারে পড়া সংক্রান্ত ★ ভালো ভালো নিয়্যত করার নেক আমল ★ এর মধ্যে বিভিন্ন নফল ইবাদতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ★ তিলাওয়াত ★ যিকির ও দরুদ ★ বিভিন্ন সুন্নাত ★ নিয়মানুবর্তীতা ★ বিভিন্ন আদব আরও অনেক কিছু। যদি আমরা এসব নেক আমল স্বয়ং নিজের উপর বাস্তবায়ন করে নিই তবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ খুবই সহজে নফসে আম্মারার মনোবল ভাঙ্গা, সেটাকে সংশোধনের ক্ষেত্রে সফল হয়ে যাবো।

## নেক আমল নাম্বার ২৪ এর প্রতি তাকিদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের নফসকে নেকীর প্রতি অভ্যস্ত করতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন মাদানী কাফেলায় সফর ও নেক আমলের উপর আমল করুন। নফসকে ঠিক করার জন্য আমাদের উচিত যে নিজে নেক আমল করা ও অন্যকেও নেকীর দাওয়াত দেয়া। যখন আমরা অপরকে নেকীর দাওয়াত দিবো তখন আমাদের নফস স্বয়ং নিজে নেকীর দিকে ধাবিত হবে। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بِرَبِّكَ اللَّهُمَّ الْعَالِيَةِ প্রদত্ত ৭২ নেক আমলের মধ্যে একটি নেক আমল নম্বর ২৪ হলো “আপনি কি আজ কমপক্ষে একটি দ্বীনি দরস (মসজিদ, দোকান, বাজার ইত্যাদিতে

যেখানেই সুযোগ হয়েছে) দিয়েছেন বা শুনেছেন?” এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকত এটা হবে যে, যখন আমরা অন্যকে নেকীর দাওয়াত দিবো তো স্বয়ং নিজেও নেক আমলকারী হয়ে যাবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক আমল করার তাওফিক দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

### (৩) আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য চাইতে থাকুন!

নফসের সংশোধনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অতীব জরুরী তা হলো আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করা কখনো ভুলে না যাওয়া কেননা নফসে আমাদের অনেক খারাপ দুশমন, শয়তান যে পথভ্রষ্ট হওয়ার আগে অনেক বড় আলিম ও ইবাদতকারী ছিলো এবং খুবই চালাক ও বিচক্ষণও ছিলো, নফসে আমরা থেকে সেও রেহায় পায়নি, সেই অভিশপ্তকেও নফসে আমরা ধোঁকা দিয়ে সর্বদার জন্য কাফির ও অভিশপ্ত করে দিয়েছে তো চিন্তা করে দেখুন! আমরা নফসে আমাদের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করতে পারবো। সুতরাং আল্লাহ পাকের সাহায্য নসিব হলে তবেই নফসে আমরা থেকে রেহায় পাওয়া যেতে পারে। আল্লাহ পাকের নবী হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর খুব সুন্দর বাণী কুরআনে করীমেও উল্লেখ রয়েছে, তিনি বলেন:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا  
رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ  
(পারা: ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫৩)

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** নিশ্চয়  
রিপুতা মন্দকর্মের বড় নির্দেশদাতা,  
কিন্তু যার প্রতি আমার প্রতিপালক  
দয়া করেন।

অর্থাৎ নফসে আশ্মারার অনেক নির্দেশদাতা, তার অনিষ্টতা থেকে সেই নিরাপদ থাকে যার উপর আল্লাহ পাক দয়া ও অনুগ্রহ করেন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান বিভাগ

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ৮০টির চেয়ে অধিক বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্য হতে একটি বিভাগ হলো “মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান”। মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান বিভিন্ন স্থানে যেমন মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মার্কেট ও ঘর ইত্যাদির মধ্যে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ বয়স্ক ইসলামী ভাইদেরকে বিভিন্ন সময়ে সঠিক মাখারিজ আদায়ের সাথে সাথে মাদানী কায়দা ও কুরআনে করীম ফি সাবিলিল্লাহ (বিনা বেতনে) পড়ানো হয়ে থাকে। মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান মসজিদের রুটিন সর্বনিম্ন ৪৫ মিনিট, আর মাদরাসাতুল মদীনা বালেগান মার্কেটের রুটিন হলো সর্বনিম্ন ৩৫ মিনিট। মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের মধ্যে মাদানী দরস দেয়া, কিতাব “নামাযের আহকাম” থেকে নামায, গোসল, অযু, জানাযার নামায ইত্যাদি শেখানো হয়ে থাকে, সুন্নাত ও আদবসমূহ শেখানো এবং শেষে নেক আমলের রিসালা থেকে “পরকালীন বিষয়ে চিন্তাভাবনা” করানোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আসুন! নিয়ত করি কুরআনের শিক্ষা অর্জন করতে মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানে স্বয়ং নিজেও অংশগ্রহণ করবো এবং অপর ইসলামী ভাইদেরকেও এটার প্রতি উৎসাহিত করবো। اِنْ شَاءَ اللهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## ইলম অর্জনকারীদের জন্য মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ইলম অর্জনকারীদের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে ২টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) তিনি বলেন: যে ব্যক্তি ইলম তালাশ করার জন্য কোন রাস্তার উপর হাঁটে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন। (মুসলিম, কিতাবুয যিকির ওয়াদ দোয়া, বাবু ফদলুল ইজতিমা আলা ভিলাওয়াতিল কুরআন ওয়া আলায যিকির, ১১১০ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৬৮৫৩) (২) তিনি বলেন: যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে ঘর থেকে বের হয়, ফেরেশতারা তার এই আমল দ্বারা খুশি হয়ে তার জন্য তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। (তবরানী কবীর, ৮/৫৫ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৪৩৫০) ★ ইলম অর্জন করার জন্য সফর করা বুয়ুর্গানে দ্বীনের সুন্নাত। (৪০ ফরমানে মুত্তফা, ২৩ পৃষ্ঠা) ★ ইলম অর্জন করার জন্য প্রশ্ন করা অবশ্যই ফযিলতের কাজ কিন্তু প্রশ্ন করার আদব বজায় রাখাও জরুরী। (ফয়যানে দাত আলী হাযবেরী, ১৩ পৃষ্ঠা) ★ ইলম হলো ভাঙার আর প্রশ্ন করা হলো সেই ভাঙারের চাবি। (আল ফিরদাউস বিমাছুকুল খিতাব, ২/৮০ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৪০১১) ★ ইলম শেখার জন্য জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। (আরবী ওয়াআলাত অর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৮ পৃষ্ঠা) ★ তোষামোদ করা মুমিনের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু ইলম অর্জন করার জন্য তোষামোদী করা যেতে পারে। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযুল লিসান, ৪/২২৪ পৃষ্ঠা, হাদিস: ৪৮৬৩) ★ এমন প্রশ্ন করা থেকেও বেঁচে থাকুন যেটার দুনিয়াবী ও পরকালীন কোন উপকার হয়না। (আরবী কে সোয়াআলাত অর আরবী আক্বা কে জাওয়াবাত, ৯ পৃষ্ঠা)

বিভিন্ন ধরনের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনার বাহারে শরীয়ত খন্ড: ৩, অংশ: ১৬, এবং শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত رَمَاتُ بَرَكَاتُ الْمُحِبِّينَ এর ৯১ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা ৫৫০টি সুন্নাত ও

আদব কিতাবাটি ক্রয় করুন এবং পাঠ করুন, সুন্নাত শেখার একটি উত্তম মাধ্যম হলো দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

উলফতে মুস্তফা অর খওফে খোদা  
চাহিয়ে গর তুমহে কাফেলে মে চলো  
ইলম হাসিল করো, জাহল যায়িল করো  
পাওগে রাহাতে কাফেলে চলো

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক।

أَمِينَ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

## ঘোষণা

ইলম অর্জনকারীর অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পাঠিত ৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

### (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي  
الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

### (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সায্যিদ্‌না আনাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

### (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

### (৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَاةً دَائِمَةً بَدَأَ بِهَا اللَّهُ مَلِكِ اللَّهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

### (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরুদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ানিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ